দৈনিক জনকণ্ঠ ২৫

তারিখ AUG 19 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

স্কুলের সময় ৯টা-৫টা করার নির্দেশকে শিক্ষক নেতারা বলছেন 'উদ্ভট ও হাস্যকর'

স্টাফ রিপোর্টার ॥ সরকারী অফিসের মতো স্কুল সময়সূচী ৯টা-৫টা করার নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। গত জুনে জারি করা এ সংক্রান্ত সার্কুলারটি প্রত্যাহার করার জন্য শিক্ষক নেতারা চাপ দিচ্ছেন মন্ত্রণালয়ের ওপর। সার্কুলারটিকে 'উদ্ভট ও হাস্যকর' আখ্যায়িত করে শিক্ষক নেতারা বলেছেন, প্রতিটি স্কুল তাদের সময়সূচী নির্ধারণ করে নিজস্ব বাস্তব অবস্থা ও পরিবেশ বিবেচনায় রেখে। এভাবে একটি নির্দিষ্ট সময়সূচী সব স্কুলের ওপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলে তা শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের জন্য কেবল দুর্ভোগই সৃষ্টি করবে।

দেশের স্কুলগুলো এখন বিভিন্ন ধরনের সময়সূচী অনুসরণ করে। রাজধানীর যেসব নামী স্কুলে দু'টি শিফট চালু রয়েছে তাদের স্কুল খোলা রাখতে হয় সকাল সাড়ে সাতটা থেকে বিকাল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত। সকাল সাড়ে সাতটা হতে বেলা বারোটা পর্যন্ত চলে মর্নিং শিফট, বেলা সাড়ে বারোটা থেকে বিকাল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত চলে ডে শিফট। চট্টগ্রামেরও বহু স্কুলে একই সময়সূচী চালু রয়েছে। ৯টা-৫টা স্কুল সময়সূচী চালু হলে এসব স্কুলে দুই শিফট চালানো মুশকিল হবে– বললেন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী খুরশীদ আলম।

৯টা-৫টা স্কুল সময়সূচীর আরও কিছু অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন শিক্ষক এবং অভিভাবকরা। এই সময়সূচী চালু হলে একজন ছাত্র বা ছাত্রীকে বাসা থেকে বেরুতে হবে সকাল ৮টা বা সাড়ে ৮টার মধ্যে। একইভাবে স্কুল ছুটি হওয়ার পর বাসায় ফিরতে ফিরতে ৬টা বেজে যাবে। শীতকালে ৬টা মানে সন্ধ্যা। গ্রামের যেসব স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা অনেক দূরের গ্রাম থেকে পায়ে হেঁটে পড়তে আসে তাদের নিরাপত্তার প্রশ্নও আছে। তাছাড় ছাত্রছাত্রীদের সারাটা দিনই কেটে যাবে স্কুলে। বাসায় ফিরে তাদের খেলাধুলার সময় নেই, বিশ্রামের সময় নেই, তৈরি করতে হবে পরের দিনের হোমওয়ার্ক।

শিক্ষক নেতারা সার্কুলারটি প্রত্যাহার করার জন্য গত ১ আগস্ট শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতকালে দাবি জানান। শিক্ষামন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, এটি পুনর্বিবেচনা করা হবে। কিন্তু সার্কুলারটি এখনও প্রত্যাহার করা হয়নি।

বাংলাদেশ শিক্ষকসমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ মো. কামরুজ্জামান ও সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী খুরশীদ আলম এক বিবৃতিতে সার্কুলারটি প্রত্যাহারের জন্য শিক্ষামন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁরা বলেন, স্বাভাবিক শিক্ষার স্বার্থেই এটি প্রত্যাহার করা প্রয়োজন।